প্রথম আলো

তারিখ 30 JAN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উদ্বেগের মধ্যে সোমবার এসএসসি পরীক্ষা শুরু

নিবন্ধন করেও পরীক্ষা দিচ্ছে না পৌনে দুই লাখের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলমান রাজনৈতিক, সহিংসতায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই আগামী সোমবার শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দুই বছর আগে নবম শ্রেণিতে নিবন্ধন করা এক লাখ ৮৭ হাজার ৩৭৮ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে না। তবে গতবারের চেয়ে এবার মোট পরীক্ষার্থী ৪৬ হাজার ৫৩৯ জন বেড়েছে।

পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

নিবন্ধন করেও পৌনে দুই লাখের বেশি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা না দেওয়া সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা কম-বেশি হতেই পারে। এ বছর গণিতেও সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হচ্ছে। এই ভীতির চাপ থেকেও হয়তো অনেকে পিছিয়ে গেছে। তবে এটা কাম্য নয়। এরা আগামী বছর পরীক্ষা দিতে পারবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দুজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এবার আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে ১৬ হাজার ৫৭৯টি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। এসব বিদ্যালয় থেকে দুই বছর আগে নিবন্ধন করা গড়ে ৭ দশমিক ৭৬ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে না। এর ২ শতাংশের মতো নিজ থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে না। 'পাস করতে পারবে না'—এমন অজুহাতে বিদ্যালয়গুলো বাকি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দিচ্ছে না। কারণ, পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি জেলা পর্যায়েও সেরা ২০টি প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করা হয়। ফেল করতে পারে, এমন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের সুনামের জন্য পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় না। এসব কারণেই ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।

হরতাল-অবরোধ প্রত্যাহারে আবারও আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক বছর ধরে সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করা হচ্ছে। এ কারণে পাস করতে পারে, কেবল এমন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তাই সেরা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের বিষয়টি বাদ দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার মোট পরীক্ষার্থী ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন। এর মধ্যে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার্থী ১১ লাখ ১২ হাজার ৫৯১ জন। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল পরীক্ষার্থী দুই লাখ ৫৬ হাজার ৩৮০ জন এবং কারিগরি বোর্ডের অধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার্থী ১ লাখ ১০ হাজার ২৯৫ জন। মোট ৩ হাজার ১১৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। সময়সূচি অনুযায়ী ২ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ১০ মার্চ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বোর্ডের দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, অবরোধ থাকলেও পরীক্ষা হবে। তবে হরতাল হলে ওই দিনের পরীক্ষা পেছানো হবে।

পরীক্ষা সামনে রেখে হরতাল, অবরোধের মতো কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্য আবারও সবার প্রতি আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ হোক, বিএনপি হোক, জাতীয় পার্টি হোক, সবার প্রতি আহ্বান—ছেলেমেয়েদের বিঘ্ন ঘটাবেন না।'

বিএনপি ও জামায়াতের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মানবতার খাতিরে আল্লাহর ওয়াস্তে পৌনে ১৫ লাখ শিক্ষার্থীর কথা ভেবে কর্মসূচি বন্ধ করুন। করলে ধন্যবাদ পাবেন।